যদি কোন পুত্রবতী সতী নারী পে'ত।
মা বলিয়া দুগ্ধপান তাহার করিত।।
সে নারীর গর্ভে যত হইত সন্তান।
ধনে-ধান্যে সুখী হত সবে ভাগ্যবান।।
ন পুত্র ন গর্ভবতী কোন নারী পেয়ে।
যদি তার স্তন্যপান করিতেন গিয়ে।।
আহার করিত দুগ্ধ পানের সময়।
স্তন-পান অন্তে দুগ্ধ শুকাইয়া যায়।।
যাহা বলি বর দিত তাহাই ফলিত।
বাক্যসিদ্ধ সাধকের যাহা মনে নি'ত।।
সাধুর সঙ্গেতে ছিল বাসুদেব মূর্ত্তি।
কভু সখ্য ভাব কভু ব্রজভাব আর্ত্তি।।
ধূপ-দীপ নৈবেদ্যাদি আতপ তণ্ডুলে।
পূজিতেন রম্ভা দুর্ব্বা তুলসীর দলে।।
নিবেদিয়া করিতেন ভোজন আরতি।
বাসুদেব খাইতেন দেখিত সুমতি।।
মূলা থোড় মোচা কাঁচা রম্ভার ব্যঞ্জন।
আতপের অন্ন দিত না দিত লবণ।।
ছোল্লা ডাল মুগ বুট গোধুম চাপড়ি।
তৈল হরিদ্রা বিনা ঘৃতপক্ক বড়ি।।
ভোগ লাগাইয়া সাধু আরতি করিত।
বাসুদেব খেত তাহা চাক্ষুষ দেখিত।।
একদিন গ্রামবাসী বিপ্র একজন।
বাসুদেব ভোগরাগ করিল দর্শন।।
ক্রোধ করি বলে বিপ্র এ কোন বিচার।
শূদ্রের কি আছে অন্নভোগ অধিকার?
শূদ্র হয়ে বাসুদেবে অন্ন দিলি রাঁধি।
কোথায় শুনিলি বেটা এমত অবিধি।।
হারে রে বৈরাগী তোর এত অকল্যাণ।
শূদ্র হ'য়ে হ'বি নাকি ব্রাহ্মণ সমান।।
ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া ব্রাহ্মণ সকলে।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব ক্রোধে উঠে জ্বলে।।
জন দশ বিপ্র গেল গোস্বামীর বাড়ী।
ক্রোধভরে বাসুদেব ল'য়ে এল কাড়ি।।
গোস্বামী নির্মল-চিত্তে দিলেন ছাড়িয়া।
বলিল "রে প্রাণ বাসু! সুখে থাক গিয়া।।
কাঙ্গালের কাছে তুমি ছিলে অনাদরে।
আদরে খাইও এবে ষোড়শোপচারে।।
ভাল হ'ল ব্রাহ্মণেরা লইল তোমারে।
সুখেতে থাকিবে এবে খট্টার উপরে।।
দুঃখিত দরিদ্র আমি কপর্দ্দক নাই।
বহু কষ্টে থোড়-মোচা তোমারে খাওয়াই।।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, পায়স-পিষ্টক।
লুচি-পুরি মণ্ডা খেও যাহা লয় শখ।।
চিরদিন রাখিয়াছ ব্রাহ্মণের মান।
যাও খাও বিপ্রঘরে নাহি অপমান।।
আমি অজ্ঞ নাহি জানি তোমারে পূজিতে।
এখন পূজিবে তোমা মন্ত্রের সহিতে।।
যেখানে সেখানে থাক তা'তে ক্ষতি নাই।
তুমি যেন সুখে থাক আমি তাই চাই।।"
ব্রাহ্মণেরা বাসুদেবে ল'য়ে হরষেতে।
বাসুদেবে অভিষেক করে তন্ত্রমতে।।
কেহ বলে, 'রাখ দেবে প্রতিষ্ঠা করিয়ে।
জাতি গেছে নমঃশূদ্রের পক্ক অন্ন খেয়ে।।'
প্রতিষ্ঠা করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান।
অভিষিক্ত করিয়া মণ্ডপে দিল স্থান।।
খট্টার উপরে রজতের পদ্মাসন।
তাহার উপরে দেবে করিলা স্থাপন।।
শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম শতদল পদ্ম।
নীল-পদ্ম স্থল-পদ্ম কোকনদ-পদ্ম।।
গোলাপ, টগর আর পুষ্প যাঁতি যুথী।
গন্ধার, অপরাজিতা, মল্লিকা, মালতী।।
গন্ধরাজ, শেফালিকা, ধবল-কবরী।
কৃষ্ণকালী, কৃষ্ণচূড়া, কামিনী, মাধবী।।